অমরত্বের সন্ধানে!

-বিপ্লব

মাস খানেক আগে কলোরাডো যাওয়ার ফ্লাইটে পাশের সিটে এক সুন্দরী সহযাত্রী জুটলো। ভাগ্যই বলবো-আপগ্রেড না পেলে দুদিকে ভীম-ঘটৎকচদের বংশধরদের চাপে চ্যাপ্টা হওয়াটা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছি। যাইহোক পরের দুঘন্টা গল্প করে ভালো কাটনোর চিন্তায় মনে উড়ু উড়ু ভাব। ভদ্রমহিলার টপটি উদ্ধাজ্ঞা নিবারনে বড়ই কৃপন-উপত্যকা দর্শনে উদার। মোটের ওপর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের চিত্তাকর্ষক রমনী। থাকেন মিলিয়ানদের স্বর্গকুঞ্জ অরেঞ্জ হিলসে-ডিভোর্সের পর স্বামীর কাছ থেকে একটা ভিটামিন কোম্পানীর ৫০% পেয়েছেন।

যাইহোক কথা প্রসঙ্গো জানলাম ভদ্রমহিলার পাঁচটি নাতি-নাতনি। তিন মেয়ে এক ছেলে। বয়স ষাটের ওপরেতো বটেই! অথচ চামরাই ভাঁজ নেই-নিটোল স্তন! বুঝলাম সবটাই হর্মোন-বোটক্স থেরাপি। তাই ষাটের বুড়িকে লাগে ত্রিশের ছুঁড়ি! কে আর বুড়ি হয়ে মরতে চাই! অনন্ত অফুরন্ত যৌবনই না সেই ঋকবেদের সময় থেকে মানুষ কামনা করে আসছে? যবে থেকে মিশরে মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে, মানুষ অমরত্বের কাঙাল। সমুদ্রমন্থনে অমৃত (যা খেলে মানুষ অমর হয়!) নিয়ে দেব-দানবে মারামারি!

আমার ধর্মপ্রাণ বন্ধুরা প্রায়শই আমাকে এই প্রশ্নটি করে থাকেন। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তোমরা নাস্তিকরা পরম সত্য বলে মানো। আমরা মানি না। হয়তো আমরা ভুল! কিন্তু 'আমি' এই সত্ত্বাটা এতো ক্ষণস্থায়ী বিশ্বাস করলে বাঁচার ইচ্ছাটাই হারিয়ে যায় (ধরুন পৃথিবীতে প্রাণের বয়স যদি হয় বিলিয়ান বছর, তাহলে এই 'আমি' বাঁচে খুব বেশী হলে একশো বছর। অর্থাৎ যদি ধরে নিই প্রাণের সৃস্টি হয়েছে এক বছর হলো, তাহলে 'আমি' বেঁচে আছি এক সেকেন্ডেরও কম!)

কথাটা মিথ্যে নয়! ধর্মমাত্রই মানব জন্মের ক্ষণস্থায়ী (পড়ুন মানুষের জীবন দশা) তথা নশ্বর অস্তিত্বকে পাত্তা দেয় না। গীতা বলছে 'আমি' অবিনশ্বর। দেহ ধ্বংশ হয়, 'আমি' নয়। কোরান তথা আব্রাহমিক ধর্মগুলো আবার পৃথিবীকে ঘৃণা করে বড্ড বেশী-তাই মৃত্যুর পর স্বর্গে রূপসী রমণী বেস্টিত হয়ে থাকাটাই মরুভুমির ধর্মগুলির প্রথম পছন্দ। হয়তো সেকালে মরুমর্ত্যে রূপসী রমনীর অভাব ছিলো!

যাইহোক ইদানিং মনে হচ্ছে 'মৃত্যুর' হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেতে চলেছে। আমাদের অপরিবর্তনশীল অস্তিত্ব হচ্ছে আমাদের জেনেটিক কোড,আর সেটা মোটেও মরছে না, পরবর্ত্তী প্রজন্মে ওটা বাঁচিয়ে তবেই আমরা মরছি। আস্তিকরা তবুও মৃত্যুর পর ভালো থাকতে চান! সমস্যাটা সেখানেই-সবাই 'আমি' বলতে এক চেতনাময়, স্বাধীন মস্তিস্কের মানুষ বোঝেন। টেকনিক্যাল শব্দটা হচ্ছে 'Information Theoretical Man' (তথ্যমানব)। তিন মাস আগে আমার ল্যাপটপটা হাত থেকে শক্তমেঝেতে পড়ে যায়। তার পরে আর কিছুতেই ওর হার্ড ডিস্ক উদ্ধার করা গেলো না। সব তথ্য হাওয়া। অথচ কম্পুউটারের হার্ডওয়ার ঠিক আছে। এটাকেই বলে ইনফর্মেশন তাত্ত্বিক মৃত্যু। মানে 'আমি' যে জ্ঞান, স্মৃতি এবং বিচারের সমস্টির-তার সম্পূর্ণ বিলোপ। হৃদপিন্ড স্তব্ধ হওয়ার তিন চার ঘন্টার মধ্যে মস্তিস্কের কোষগুলোর মৃত্যু হলে এই তথ্যমৃত্যু সম্পূর্ণ হয়। মনে হচ্ছে দিন এসে গেলো যখন আমাদের হৃদয় থেমে গেলেও আমাদের হার্ডডিক্স বা মস্তিস্কের তথ্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। এবং আরো অনেকদিন বাদে যখন চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হবে, তখন আবার আমরা বেঁচে উঠবো, হাঁসবো, কথা বলবো। শুধু আমাদের হার্ডিডিক্সটা সংরক্ষন করতে পারলেই হবে।

১৯৬২ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রায়োজেনিকসের অধ্যাপক এটিংগার একটা বই লিখলেন-Prospect of immortality। পুরোপুরি তাত্ত্বিক বই হলেও অমরত্বের সন্ধানে এটাই প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচেস্টা। ব্যাপারটা এমন। তরল নাইট্রোজেনের তাপমান -১৯০ সেন্টগ্রেড। ওই তাপমাত্রায় মরদেহ রেখে দেও। আজ থেকে চারশো পাঁচশো বছর বাদে চিকিৎসা শাস্ত্র যখন উন্নত হবে, তোমায় আবার বাঁচিয়ে তুলবে। বিশ্বাস ভবিষ্যতের চিকিৎসায় মরা মানুষও জ্যান্ত হবে! সৃস্টি হল এক নতুন প্রযুক্তি-ক্রায়োনিকস। মরা মানুষকে হিমায়িত করে রাখা-যাতে ভবিষ্যতে জ্যান্ত করা যায়। তবে হ্যাঁ হিমায়িত করতে হবে তথ্যমৃত্যুর আগে মানে দৈহিক মৃত্যুর ঘন্টা খানেকের মধ্যে।

রে রে করে উঠলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ইয়ার্কি হচ্ছে? ওই হিমশীতল তাপমাত্রায় দেহ না হয় পচল না, কিন্ত কোষের মধ্যে জল কঠিন বরফ হয়ে যাবে। ফলে সমস্ত কোষের মৃত্যু হবে এবং নিউরনের মৃত্যু মানে তথ্যের মৃত্যু। অর্থাৎ যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসা তাকে সারিয়েও তোলে-মানুষটা এক থাকলো না। কারণ তার স্মৃতি , জ্ঞান, অর্জিত মটোর স্কিল কোনটাই নেই। মনটাই হাওয়া। অর্থাৎ দেহকে যদি ধরেও নিই তর্কের খাতিরে বাঁচানো গেল, মন কে বাঁচানো যাচ্ছে না।

দমেননি অমরত্বের সন্ধানীরা। নিজেদের সংগঠন তৈরী করেছেন ALCOR-Life extension foundation। অমরত্বের স্বাদপিপাসু লোকের সংখ্যা এতো বেড়ে গেলো, এরা সিম্বেক্স নামে এক কোম্পানিও খুললেন যারা রিভারসাইডে তাদের ল্যাবেরোটরি তৈরী করেছে। একশো পঁচিশ হাজার ডলার দিলে যেকেও তার দেহকে লিকুইড নাইট্রোজেনে চিরহিমায়িত করে রাখতে পারে। শুধু মাথা কেটে রেখে দিলে খরচ আরো কম। এক বন্ধুর কাকুর সূত্রে জানি (যিনি ওখানে দেহ সংরক্ষিত করার জন্য টাকা দিয়েছেন), এখনই আড়াইশোর মতন দেহ সংরক্ষিত আছে। টাকা দিয়ে বসে আছেন আরো কয়েক হাজার লোক। শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা।

যাইহোক মনের মৃত্যু ঠেকাতে যে সংস্থাটি গবেষনার কাজ করে তার নাম Cryonics Institute। প্রথমে জলের বরফ হওয়া ঠেকাতে গ্লাইকল ব্যবহার করার চেস্টা হলো। গ্রে ফাহি এবং গ্রাহাম উক আরো ভালো হিমনিরোধক তরল বানালেন-কিন্তু তবুও নিশ্চিত হওয়া গেলো না মনের মৃত্যু ঠেকানো গেছে। এর পর উরি পুচুগিন মাথার হিমায়িত করার প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী আবিস্কার আনেন।

যেকোন তরল, কঠিন হওয়ার পথে কৃস্টাল বাঁধে। জল থেকে যেমন বরফ কৃস্টাল তৈরী হয়। কিন্তু যদি খুব তারাতারি জলকে ঠান্ডা করা যায়, তাহলে বরফ তৈরী হয় না। তৈরী হয় তরল-কঠিনের এক মিশ্রধাপ। নাম গ্লাসি স্টেট। যেখানে অনুরা কৃস্টালের ন্যায় সংঘবদ্ধ নয়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিটিয়ে আছে।

পুচুগিন মাথাকে দ্রুত ঠান্ডা করে মস্তিস্ককে গ্লাসি স্তরে নিয়ে আসার প্রযুক্তি আবিস্কার করেছেন সম্প্রতি। এতে মাথায় আর বরফ দানা বাঁধছে না এবং অনুমান করা হচ্ছে মানুষটির তথ্য বা মস্তিস্কের স্মৃতি হারিয়ে যায় নি। হায়রে পরীক্ষা করার উপায় নেই। কুকুর-ইত্যাদি পশুকে যদি জ্যান্ত 'ফ্রিজ করাও' হয়, বাঁচাবে কি ভাবে? ফলে এই প্রযুক্তি দিয়ে যে মনকে সংরক্ষন করা যাচ্ছে এমন প্রমান নেই। বিজ্ঞানীরা এটাকেও উড়িয়ে দিয়েছেন-কেন না মস্তিকের '০' এবং '১' ইত্যাদি বাইনারি ডাটা কি ভাবে কাজ করে সেটাই কেও জানে না আজ অব্দি। তাই নিউরোইনফর্মেশন বিদ্যার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত মনকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই।

অনেকে আবার অমরত্বের খোঁজে আরো চিত্তাকর্ষক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান। আমাদের মস্তিস্কের হার্ডওয়ার কি ভাবে কাজ করে যেদিন আমরা জানবো সেদিন গোটা মাথাটাই হয়তো কপি করে সিডি বা মেমারীস্টিকে রেখে দিলাম। কি মজা ভাবুন। দেহটা মরলো মানে কম্পুটারের হার্ডওয়ার মরলো। আমাদের মনটাতো সিডিতে কপি করা আছে-তাই অন্যদেহে সেই মনটা আবার ইনস্টল করে দিলেই হবে। ভবিষ্যতে মন বিহীন দেহ কিনতে পাওয়া যাবে যেমন কম্পুটারের হার্ডওয়ার কিনে আপনাকে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হয়।

কবে অমর হবে এই মন?

কেও জানে না। একশো-দুশো-হাজার বছর হয়তো অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু যেদিন এটা সম্ভব হবে ধর্মের কফিনে শেষ পেরেকটি গাঁথবেন বিজ্ঞানীরা। মৃত্যু না থাকলে, ধর্মতত্ত্বই টেকে না। পরকালের সৈনিক হেজবুল্লা, আল কায়দা আর থাকবে না-কারণ পরকালের অস্তিত্বই লোপ পাবে। স্বর্গে যেতে হচ্ছে না- বিচারের ভয় নেই। ঈশ্বর-আল্লার কে স্বরণ নেবে?

পাশাপাশি আরো প্রশ্ন উঠছে। মৃত্যু নেই যখন, নতুন মানবের জন্ম সম্ভব নয়। বড়জোর কৃত্রিমপদ্ধতিতে দেহ জন্মাবে! 'মন' টা পরে ইনস্টল হবে। মানে বিবাহ, সংসার ইত্যাদির আর প্রয়োজন থাকবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তান নেই, সঙ্গিনী নেই, সেক্ষেত্রে কেনই বা আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাইবো? শুধু জীবন ধারণের জন্য কি অনন্তকাল বাঁচা সম্ভব?

যাইহোক পরকালের সৈনিকদের জন্য এ বড়ই দুর্দিন।

ক্যালিফোর্নিয়া ৮/৩০/০৬